মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত *e*-bulletin

জানুয়ারি ২০২৬ | প্রথম সংখ্যা

ভূমিকা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ দেশের অর্থনীতি ও জনজীবনের জন্য একটি অত্যাবশ্যক খাত। বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ, অনিরাপদ পদ্ধতিতে তেল মজুত এবং বাজার বিকৃতি, বেআইনী মজুদদারি, জ্বালানি অপচয় ও অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষয় এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়, যা জনস্বার্থের জন্য গুরুতর হুমকি। এসব অনিয়ম প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট একটি দ্রুত ও কার্যকর আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থা। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে নিয়োজিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তেল, গ্যাস, এলপিজি, পাথর ও সিলিকা বালু সংক্রান্ত অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০; পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬; খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯; বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪; ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮; দণ্ডবিধি, ১৮৬০ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জেল, জরিমানা প্রদান করায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে তেল, গ্যাস, এলপিজি, পাথর ও সিলিকা বালু সংক্রান্ত অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে একদিকে যেমন আইন প্রয়োগ জোরদার হয়েছে, অন্যদিকে জ্বালানি অপচয় রোধ ও বাজারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

এই ই-বুলেটিনে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের পরিসংখ্যান, উল্লেখযোগ্য অভিযান এবং মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ্ত ও উপস্থাপনযোগ্য আকারে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা করি, এই ই-বুলেটিন জ্বালানি ও খনিজ খাতে আইন প্রয়োগ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মোবাইল কোর্ট অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদ

পরিসংখ্যান

জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধ, জ্বালানি অপচয় রোধ এবং বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। উক্ত সময়ে মোট ৮৮৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়, যার মাধ্যমে ৪২৭ টি মামলা দায়ের এবং ৪০২ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এসব অভিযানের মাধ্যমে মোট ২,০৬,৫২,৫০০/- টাকা অর্থদণ্ড আরোপ ও তাৎক্ষণিক আদায় করা হয়েছে। একই সঙ্গে অবৈধ গ্যাস ব্যবহার বন্ধের ফলে বছরে মোট ১,৮৫,১৭,৫৯১/- ঘনমিটার গ্যাস সাশ্রয় নিশ্চিত হয়েছে, যার আনুমানিক আর্থিক মূল্য ৫৭,৯৯,১০,৪৬২/- টাকা। অধিকন্তু, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধভাবে উত্তোলিত ৩,৩৮,৭৪৯.৯৭ ঘনফুট পাথর এবং ২,৭২৬ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ২,৫৪,০৬,২৪৭.৭৫ টাকা।

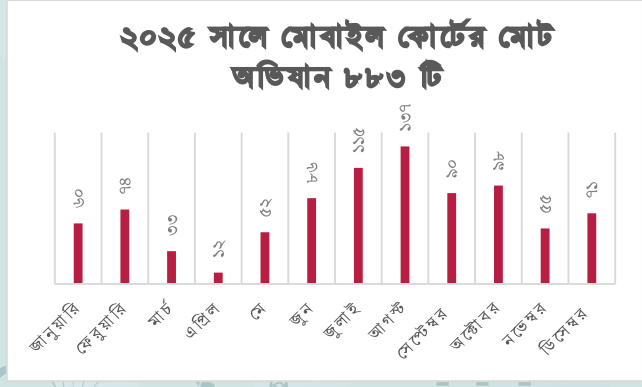

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উক্ত সময়কালে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হয়েছে যার ফলে সার্বিকভাবে বছরজুড়ে আইন প্রয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত
facebook.com/MPEMR

মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত *e*-bulletin

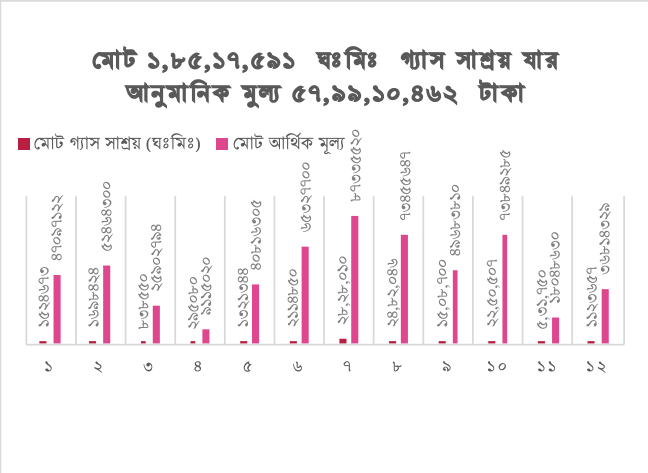

গ্যাস সাশ্রয়ের পরিমাণ ও আর্থিক মূল্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু আইন প্রয়োগই নয়, বরং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। বছরে মোট ১,৮৫,১৭,৫৯১ ঘঃমিঃ গ্যাস সাশ্রয় হয়েছে যার মুল্য ৫৭,৯৯,১০,৪৬২ টাকা।

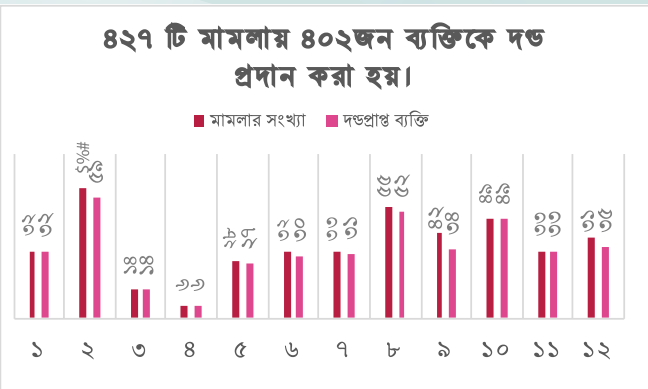

মামলা ও দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম কেবল পরিদর্শন পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না থেকে কার্যকর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করেছে।

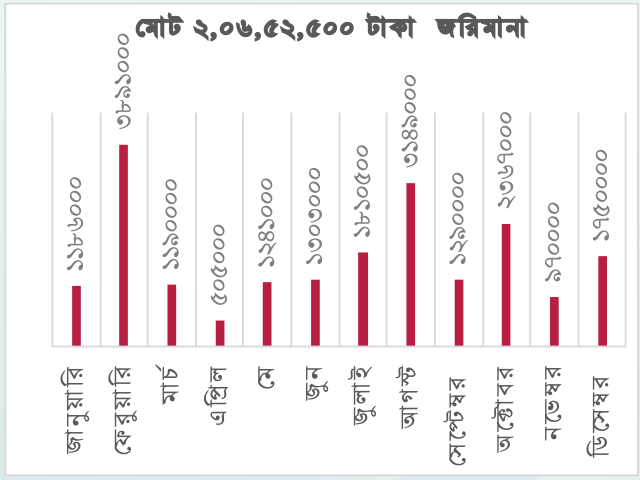

অবৈধ আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্যাস সংযোগ, অনুনোমোদিতভাবে গ্যাসের সঞ্চালন বৃদ্ধি ও মিটার টেম্পারিং, পাথর কোয়ারি থেকে অনুনোমোদিতভাবে পাথর উত্তোলন, সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে এলপিজি বিক্রয়, অনুনোমোদিতভাবে খোলা বাজারে জ্বালানি তেল বিক্রয়, পেট্রোল পাম্পে ভেজাল ও ওজনে কম তেল বিক্রয় ইত্যাদি অপরাধে মোট প্রায় ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকার বেশি জরিমানা আদায় করা হয়েছে, যা আইন প্রয়োগ কার্যক্রমের দৃঢ়তা ও প্রতিরোধমূলক প্রভাবকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

মোবাইল কোর্ট অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ চুনাপাথর কারখানা উচ্ছেদ ও এলপিজি মজুদদারদের বিরুদ্ধে মনিটরিং কার্যক্রম

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত
facebook.com/MPEMR

মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত e-bulletin

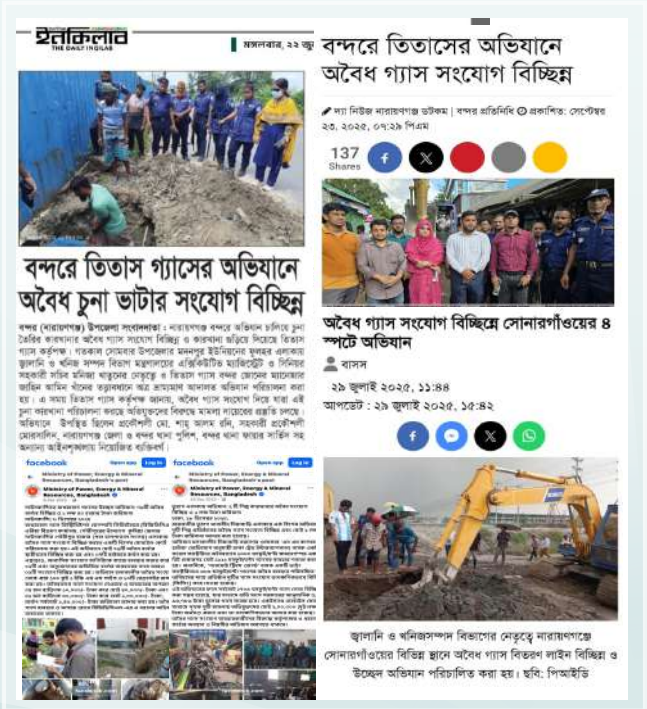

বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত মোবাইল কোর্ট অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও মনিটরিং কার্যক্রম

লাইসেন্সবিহীনভাবে খোলা বাজারে জ্বালানি তেল বিক্রি ও অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট অভিযান

মোবাইল কোর্টের প্রভাব

বছরজুড়ে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম জ্বালানি খাতে শৃঙ্খলা ও আইনানুগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। সার্বিকভাবে পরিসংখ্যানভিত্তিক এই বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে আইন প্রয়োগ (Enforcement), সম্পদ সংরক্ষণ (Resource Conservation) এবং বাজার শৃঙ্খলা (Market Discipline) এই তিনটি ক্ষেত্রে একযোগে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে এবং গ্যাস খাতে সিস্টেম লস হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, নিয়মিত মোবাইল কোর্ট অভিযানের ফলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ৬ টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানির সিস্টেম লস বছরের শুরুর তুলনায় বছরের শেষের দিকে উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, তিতাস গ্যাসের সিস্টেম লস বছরের শুরুতে ১৩ শতাংশ থাকলেও বছর শেষে তা ৮.২৩ শতাংশে নেমে এসেছে এবং বাখরাবাদ গ্যাসের সিস্টেম লস বছরের শুরুতে ১২ শতাংশের উপরে থাকলেও বছর শেষে তা ৬.৯৮ শতাংশে নেমে এসেছে। ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম আরও তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও লক্ষ্যভিত্তিক অভিযানের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং মোবাইল কোর্ট অভিযানের মূল্যায়নে গ্যাস সাশ্রয় ও আর্থিক মূল্যকে Key Performance Indicator (KPI) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, ফলে খনিজ সম্পদ সংরক্ষণে কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ হবে।

উপসংহার

সার্বিকভাবে এই ই-বুলেটিনে উপস্থাপিত পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম জ্বালানি ও খনিজ খাতে আইন প্রয়োগ, অবৈধ কার্যক্রম দমন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ সংরক্ষণে একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম আরও তথ্যভিত্তিক, পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে পরিচালিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত
facebook.com/MPEMR